---

**গুরুভক্তি**

গুরুদেবের কর্মযজ্ঞে সহায়তাই গুরুভক্তি
গুরু মুখ নিঃশৃত বানীই সত্য, নিশ্চল, ঈশ্বরীয়, পরমের ভাবে বিরাটের ভাবে ভাবময় হয়ে শব্দ রূপে প্রকাশিত।
গুরু মুখ নিঃশৃত কথাগুলিকে মনন, স্মরণ, নিধিধ্যাসনের মাধ্যমে বারবার চর্চা করতে হয়। তবেই তার মধ্যে থেকে জ্ঞানের পুর্ন বিকাশ ঘটা সম্ভব।
ঈশ্বরীয় আলোচনা গুরুর মুখে শ্রবণ করার সময় শিষ্যদের খেয়াল রাখতে হয়, যে ঈশ্বরীয় কথা ঈশ্বরীয় আবেশেই গুরুর মুখ থেকে নিঃশৃত হচ্ছে, সেই সময় মন-কে পুর্ন একগ্রতার সাথে গুরুর উপর নিবেশ করতে হয়।

"সংসারের মায়াকে কাটিয়ে গুরুর কাছে বসে তাঁর মুখ নিঃশৃত বানীকে শ্রবণ করা ও মনন করার নামই 'উপনিষদ"।"

"ঈশ্বরের স্বরূপ-কে বুঝতে হলে আগে গুরুসত্ত্বা ও গুরুর স্বরূপ-কে বুঝতে হবে, তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তবেই বোঝাটা বোঝদারের মতো হবে। বুঝদার হতে হলে আগে গুরুকে বুঝতে হবে, না হলে সব ব্যার্থ।"
জগতের "বোঝার" বোধ নিয়ে কখনও গুরুর সংগ কোরো না, তা হলে 'বোঝার' বোধে ফাঁক থেকে যাবে।"
"মানসিক বিকার থেকে মুক্ত হয়ে গুরু সংগ করতে হয়। হিংসা, ঈর্ষা, নিন্দা এসবের থেকে মুক্ত হয়ে 'মুক্ত-মন' নিয়ে গুরু সংগ করতে হয়।"
"গুরু সংগে মনে ঈশ্বরীয় ভাবের উদয় হয়। যতক্ষণ তুমি গুরুসংগে আছো ততক্ষন পর্যন্ত তুমি সংসারের মায়া থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরীয় ভাবের জগতের পথিক।"

Published on: Jun, 16 2023 17:49

“গুরু শক্তি স্বঃতই প্রকাশিত। তাঁকে গ্রহণ করার মতো জ্ঞান শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন।”
“যে মানব জীবন সৌভাগ্যক্রমে “গুরু”-র সন্ধান পেয়েছে এবং গুরুকৃপা পেয়েছে সেই মানব জীবন ধন্য।”
“অনন্ত জিবনের অবসান শেষে গুরু কৃপা লাভ হয়। হতভাগ্য মানুষ সেই অনন্ত কৃপাকেও কখনও কখনও দুর্ভাগ্যের বশে হারিয়ে ফ্যালে।”
গুরুর সংগ করার সময় প্রতিটি শিষ্যের উচিত এমন কোন ভাব প্রকাশ না করা যাতে গুরুর সংগ করার সময় যে শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে তা ব্যাহত হয়। তবে সেটা হবে পরম দুর্ভাগ্যের ঘটনা।”

গুরুর ভাষণ, সমস্ত মনকে একাগ্র করে শুনতে হয়। এক কথার বহু অর্থ হয়ে থাকে, তাকে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হয়। নইলে গুরু সংগ বৃথা।”

প্রতিটি মুহুর্ত্তে গুরুর সন্তুষ্টির দিকে নজর রাখতে হয়। গুরুর সন্তুষ্টির উপরই প্রতিটি শিষ্যের অধ্যাত্তিক উন্নতী ও সাধন সিদ্ধির পথ খোলা রয়েছে। সুতরাং সাবধান।”

“গুরুর স্বরূপ-কে বুঝতে জন্মান্তও লেগে যায়। তাই সব সময় সচেষ্ট থাকতে হয় জন্ম মধ্যেই যেন তাঁকে উপলব্ধি করতে পারো।”
“গুরুর কাছে আসার আগে আমার আমিত্ত্বটাকে বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়। নইলে গুরুর স্বরুপকে আত্মগত করা যায় না।”
“অহংকারী মন নিয়ে কখনও গুরুকে বুঝতে চেষ্টা কোরো না। তাতে হীতে বিপরীত ফল লাভ হয়। গুরু হলেন আয়ণার মতো, তুমি যে মন বা ভাব-কে নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াবে সেটাই গুরুর মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হবে।”
“সহজ সরল শিশুর মতো হয়ে গুরুর কাছে যাও। দেখবে তোমার সমস্ত আকাংখাই তিনি পূরণ করছেন। মা যেমন শিশুর সমস্ত

কামনা পূরণ করেন, গুরুও তেমনি শিশু মনের শিষ্যের বায়ণা পূরণ করেন।”
“সংসারের চিন্তা নিয়ে কখনও গুরু সংগ করবে না, তাতে লাভের বদলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। সংসারের ‘সার’ হলেন গুরু। সুতরাং ‘সংগ’ সেজে ‘অসার’ বস্তুর সন্ধানে গুরুর কাছে না গিয়ে, গুরুর ‘সমসারের’ সঙ্গী হও। তবেই দেখবে সংসার “সমবোধের সার” হয়ে উঠেছে।”
“শিষ্যের উচিত গুরুর জন্য নিবেদিত প্রাণ হওয়া, গুরুর কথার ব্যাখ্যা না বুঝে তাঁর সমালোচনা করার মতো পাপ এই জগতে আর কিছু নেই। অনন্ত জীবন এই সামান্য ভূলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গুরু সমস্ত সমালোচনার উর্দ্ধে। তাঁর কথার সমালোচনা করা তো দুর, তাঁর কথার মানে বুঝতে হলেও শিষ্যকে বার বার জন্মাতে হতে পারে।”

গুরুর কোন কথার মানে না বুঝতে পারলে তাঁকে বার বার জিজ্ঞেসে করতে হয়। নতুবা নিজের মতো করে মন গড়া কোন ব্যাখ্যা করে নেওয়া ভয়ানক অপরাধ।”
“গুরু বাক্য ব্রহ্মবাক্য। তা চিরকালের সত্য। কোন অবস্থাতেই তা মিথ্যে হয় না।”
গুরুর সান্নিধ্যে থেকে গুরুর মতো হয়ে ওঠাই প্রতিটি শিষ্যের কর্ত্তব্য।”

জগতের ভার বহন করার জন্যই গুরুর আত্মপ্রকাশ ঘটে। জগৎ সংসারের সমস্ত কিছুর মূলেই গুরুশক্তি কাজ করে চলেছে। গুরুর ভার বহন করার সাধ্য কারোর নেই।”
“গুরুশক্তি অমোঘ। তাকে নাশ করার ক্ষমতা কারোর নেই। অবিনাশী শক্তিই হলো গুরু শক্তির অপর নাম।”
“গুরুর জাগতিক কর্মকাণ্ড-কে কখনও সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে যেওনা। তাহলে অবশ্যই ঠকতে হবে।”
কোন কোন শিষ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি বর্ত্তমান থাকা

সত্তেও শুধু গুরুবাক্য অবহেলা করার জন্য তাঁদের ভয়ানক আধ্যাত্মিক পতন ঘটে যায়। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় অসম্ভব। এই অসম্ভব কর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার যদি কোন মাত্র উপায় থাকে তা কেবল “গুরুপদ শরণম”।”

কোন কোন শিষ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি বর্ত্তমান থাকা সত্তেও শুধু গুরুবাক্য অবহেলা করার জন্য তাঁদের ভয়ানক আধ্যাত্মিক পতন ঘটে যায়। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় অসম্ভব। এই অসম্ভব কর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার যদি কোন মাত্র উপায় থাকে তা কেবল “গুরুপদ শরণম”।”

গুরু প্রতিটি শিষ্যের মধ্যে তাঁরই রূপে বসে আছেন লীলা করবার জন্য। শিষ্যদের এটি বোঝার ক্ষমতা নেই। এই না বোঝার ফলেই ভূল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়, গুরু শিষ্য আলাদা দুটি সত্তায় পরিণত হয়।”

“সহজ সরল মনে হয় গুরুর বাস, মনের সরলতাই গুরুর আনন্দের বস্তু, আর সহজতাই গুরুর কাছে আদরের ধন।”

“গুরুর মুখ নিঃশৃত বানীকে শুধু শুনে গেলেই চলবে না। তাকে মনন ও চিন্তনের মাধ্যমে নিজের জীবনে প্রয়গ করতে হবে। তবেই গুরুসঙ্গ সফল।”

“সংসারের চিন্তাকে সৎসঙ্গের সময় মনে স্থান দিয়ো না। তবে গুরু সান্নিধ্য লাভ করাটাই বৃথা হয়ে যাবে।”

যতক্ষণ তুমি গুরু সান্নিধ্যে সময় কাঁটাবে, ততক্ষণই তোমার বিগত জন্মের প্রারব্ধের ফল নষ্ট হতে থাকবে। তোমার অজান্তেই তুমি ধীরে ধীরে দেবত্বের পথে উন্নীত হবে।”

“গুরুর কাছে শুধু শুধু সময় কাঁটাবার জন্য এসো না। যখনই গুরু সান্নিধ্যে যাবে কিছু না কিছু জ্ঞান নিজের ঝুলিতে ভরে নিয়ে আসবে।”

“গুরুর প্রতিটি আদেশকে যে জীবনে মান্য করতে পেরেছে, সেই প্রকৃত শিষ্য, তাঁর সব ভার গুরুই বহন করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।”

Published on: Jun, 16 2023 17:49